জেন্ডার নীতিমালা

বকুলতলী মহিলা সংসদ (বিএমএস)

জয়মনিরহাট, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।

মোবাইল নং- ০১৭৬১৫৩৩৩২৮, ০১৭২৯৩১৬৯৫২

E-mail: bakultali.m.s@gmail.com

জেন্ডার নীতিমালা

১। ভূমিকাঃ

মানব ইতিহাস মানেই নারী পুরুষের সমান তালে এগিয়ে চলা। সমাজে যখনই এ অবস্থার ব্যত্যয় ঘটেছে তখনই মানবিকতা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সংকীর্ণ হয়েছে। সে সমাজ ধরে রাখতে পারেনি এগিয়ে চলার স্বাভাবিক গতিকে। ফলে সমাজে নারী পুরুষের অসমতাসহ সকল ধরনের বৈষম্য বেড়েছে। বিশ্বসমাজ কমবেশি এরকম অবস্থার মধ্যেই এগিয়ে চলছে। অনেক সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ অনেক বিষয়েই এখনও পিছিয়ে আছে। তার মধ্যে জেন্ডার বৈষম্য একটি অন্যতম সমস্যা। পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ সর্বত্রই এ বৈষম্য চলছে। বিএমএস স্বপ্ন দেখে সব মানুষের সম্ভাবনার বিকশিত নতুন সমাজের। যেখানে নারী পুরুষ সমমর্যাদায় বিকশিত হওয়ার অনুকূল পরিবেশ পাবে। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিএমএস জেন্ডার ইস্যুকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। সে আলোকেই ২০১০ সালে জেন্ডার নীতিমালা প্রনয়ণের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়- যা সংস্থার সকল পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা সকল কর্মীর নৈতিক দায়িত্ব বলে বিবেচিত হবে। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে সকল স্তরের কর্মীদের সম্পৃক্ত করে এ নীতিমালাকে সমৃদ্ধ করা হয় । সংস্থার সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতাকে মূলধারায় আনয়নে এইনীতিমালা গাইড লাইন হিসেবে কাজ করবে।

২। জেন্ডার নীতিমালার লক্ষ্যঃ

নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় একটি জেন্ডার সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউএসএস কে গড়ে তোলা।

৩। জেন্ডার নীতিমালার উদ্দেশ্যঃ

ক) সংস্থায় নারী পুরুষের অবস্থা এবং অবস্থানের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

খ) নারী পুরুষের সমতা ধর্মী অনুকূল কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করা।

গ) সংস্থার সকল কর্মীদের মধ্যে জেন্ডার সমতা আনয়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৪। জেন্ডার নীতিমালার মে.লিক দিকঃ

ক) বিএমএস কে তার সকল কার্যক্রমে জেন্ডার সমতার/নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে অন্তর্ভূক্ত করতে সহায়তা করবে এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে।

খ) বিএমএস এর সকল নীতিমালায় জেন্ডার সমতা প্রতিফলিত হওয়ায় এই নীতিমালাটি জেন্ডার সমতা আনয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

গ) সংস্থার সকল ক্ষেত্রেই যে জেন্ডার বিষয়টি নিহিত এই নীতিমালায় সেই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

30-12-20

30/12/2020
Mst. Beuty Khatun
Chairman
Bakultali Mohila ... (BMS)
Bhurungamari, Kurigram.

৫। জেন্ডার পলিসি বাস্তবায়নের কৌশল সমূহঃ

ক) নীতিমালাটি নির্বাহী পরিষদ কর্তৃকঅনুমোদিত হতে হবে।

খ) সংস্থার সকল নীতিমালা, কাঠামো ও কমিটি জেন্ডারের আলোকে পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

গ) সংস্থার সকল স্তরে এই নীতিমালার বাংলায় প্রচার ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ঘ) সংস্থার সকল কর্মীদের জেন্ডার বিষয়ে জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

ঙ) সংস্থার সকল কর্মীকে জেন্ডার নীতিমালা মেনে চলতে অভ্যাস করা।

চ) সংস্থার সকল কর্মীকে জেন্ডার বিষয়ে সংবেদনশীল করে তোলা।

ঝ) এই জেন্ডার পলিসি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ ও বরাদ্দ করা।

ঞ) এই জেন্ডার পলিসি বাস্তবায়ন ও পরিবিক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট জেন্ডার ইউনিট/ফোকাল পয়েন্ট/ কমিটি গঠন করা হবে।

৬। জেন্ডার পলিসি প্রয়োগের ক্ষেত্র সমূহ:

ক) সংস্থার সকল নীতিমালা, কাঠামো ও কমিটি

খ) মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা

গ) আর্থিক, ভে.ত ও অন্যান্য নীতিমালা

ঘ) প্রকল্প, কর্মসূচী, কার্যক্রম

চ) সংস্থার মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি

ছ) সংগঠন ও কর্মী উন্নয়ন

জ) নারীর উদ্ভুদ্ধ বিশেষ কিছু চাহিদা বা প্রয়োজন

ঝ) পরিবিক্ষণ ও মূল্যায়ন

৭) সংস্থার সকল নীতিমালা, কাঠামো ও কমিটি

ক) সংস্থার গঠন তন্ত্র, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, আর্থিক নীতিমালাসহ সকল নীতিমালায় নারী পুরুষের সমতার বিষয়টি প্রতিফলিত করতে হবে।

খ) সকল কাঠামো ও কমিটিতে নারী পুরুষের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

৮। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা

ক) নিয়োগ, পদোন্নতি, ছুটি, বদলী, অব্যাহশি, ছাটাই

নিয়োগঃ

১) সমযোগ্যতা সম্পন্ন নারী প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে

২) উচ্চতর পদগুলিতে নারীর অনুপাতঃ৬% বৃদ্ধি করতে হবে।

Mst. Beuty Khatun
Chairman
Bakultali Mahila Songshad (BMS)
Bhurungamari, Kurigram.

৩) ক্ষেত্র বিশেষে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় মান ও যোগ্যতা নারীদের বেলায় শিথিল হবে।

৪) বিশেষ দূর্দশাগ্রস্ত ও বিশেষ শারিরিক অবশিষ্টের ব্যক্তিরা চাকুরীর ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাভোগ করবে। এই ক্ষেত্রে নারীরা অগ্রাধিকার পাবে।

৫) নিয়োগ কমিটিতে নারী পুরুষের ন্যায্য অনুপাত ঠিক রাখতে হবে।

৬) নিয়োগ সংক্রান্ত প্রশ্ন মালায় (লিখিত ও মে.খিক) জেন্ডার ইস্যু সংযুক্ত করা হবে।

পদোন্নতি:

১) সমমান যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীর মধ্যে পদোন্নতির ক্ষেত্রে নারীরা অগ্রাধিকার পাবে।

২) কর্মী মূল্যায়ন ফরমেটে জেন্ডার সংবেদনশীলতা সূচক রাখতে হবে।

ছুটি:

১) নারী কর্মীরা সবেতনে ৬ মাস (সুবিধামত প্রসবের আগে বা পরে) মাতৃত্বকালীন ছুটি ভোগ করবে। তবে এই ছুটি দুটি জীবিত সন্তানের ক্ষেত্রে ভোগ করতে পারবে।

২) চিকিৎসাজনিত করণে (গর্ভাবস্থা চলাকালীন) সময়ে প্রয়োজনে নারী কর্মীরা বিশেষ ছুটিভোগ করতে পারবেন। ৩) পিতৃত্বকালীন ছুটি সবেতনে ১০ দিন তবে এই ছুটি স্ত্রী ও সন্তানের কল্যানে ব্যায় করার জন্য উৎসাহ দিতে হবে। ৩) বিবাহের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয়েই ৭ দিন বিশেষ ছুটি ভোগ করবে।

বদলী:

১) নারী ও পুরুষকর্মীর কর্ম এলাকা নির্ধারণ ও বদলীর সময় তার মাতা/পিতা/স্বামী / স্ত্রীর অবস্থান ও কর্মএলাকা বিবেচনা

২) যেখানে সম্ভব স্বামী -স্ত্রী একই এলাকায় কাজ করার ক্ষেত্রে নিয়মে নমনীয়তা রাখা।

৩) গর্ভধারণ এবং প্রসবপরবর্তী সময় নারী কর্মীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বদলী করা যাবে না।

১) সংস্থার মানব সম্পদ নীতিমালার অধিনে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কর্মীদেরকে অব্যাহতি প্রদান করা হবে।

২) প্রকল্প শেষ হলে অথবা সম্পদের ঘাটতি দেখা দিলে যোগ্য নারী কর্মীকে ধরে রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ছাটাই:

১) সংস্থার পরিপন্থি কোন কাজ, আর্থিক অনিয়ম- দুর্নীতি, গণবিরোধী কার্যকলাপ ইত্যাদি কারণে কর্মী ছাটাই করা হবে।

২) বহুবিবাহ, যে.তুক, বাল্যবিবাহ,নারী নির্যাতন, অসামাজিক কার্যকলাপ ইত্যাদি প্রমানিত হলে তাকে সংস্থা হতে ছাটাই / বহিস্কার করা হবে।

মোছাঃ শেফালী খাতুন
সেক্রেটারী
বকুলতলী মহিলা সংসদ
ভুরুঙ্গামারী,কুড়িগ্রাম

Mst. Beuty Khatun
Chairman
Bakultah Mahila Sangshad (BMS)
Bhurungamari, Kurigram.

৯। আর্থিক, ভৌত ও অন্যান্য নীতিমালা:

ক) নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার সহায়ক কর্মসূচীগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমানস্পদস সংগ্রহ ও বরাদ্ধ করা এবং এই ধরণের প্রকল্প অব্যাহত রাখার জন্য আরো আর্থিক সম্পদ সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

গ) বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে (চিকাৎসা, ডেলিভারী, পারিবারিক সমস্যা) সংস্থা থেকে এক মাসের বেতনের সমপরিমান অর্থ ঋণ নিতে পারবে এবং তা কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। নারী কর্মীরা এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

গ) সংস্থার অন্যান্য সম্পদ ব্যাবহারের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয়েই সমান সুযোগ পাবে তবে নারীরাঅগ্রাধিকার পাবে। ঙ) সংস্থার কার্যালয়ে নারীদের জন্য আলাদা টয়লেট, ওয়াশরুম, শিশু যত্ন কেন্দ্র থাকবে।

১০। প্রকল্প, কর্মসূচী, কার্যক্রম:

ক) কর্মসূচী এবং প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নেরক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ৫০ ভাগে উন্নিত করা।

খ) সকল প্রকল্প, কর্মসূচী প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের অংশগ্রহণবিবেচনা করতে হবে।

গ) সকল প্রকল্প এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নে নারীদের অবস্থা ও অবস্থান উন্নত করা এবংবাস্তবমূখী ও কে.শলগত জেন্ডার চাহিদা পুরণের কথা বিবেচনা করতে হবে।

১১। কর্ম এলাকা ও উপকারভোগী:

ক) কর্মএলাকায় জেন্ডার বান্ধব পরিবেশ তৈরি করা যাতে নারী পুরুষ উভয়ই সাচ্ছন্দে কাজ করতে পারে।

খ) কর্মএলাকায় নারী উপকারভোগী ও কর্মীদের জন্য পৃথক টয়লেট ও ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা।

গ) অফিসে ঋতুকালীন সময়েপরিচ্ছন্নতার জন্য বিশেষ ব্যাবস্থা থাকবে।

ঘ) কর্মএলাকায় উপকারভোগী ও নারী কর্মীদের সকল ধরণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ঙ) সন্ধা বা রাত হলে উপকারভোগী ও নারী কর্মীদের নিরাপদে বাড়ী ফেরার ব্যবস্থা করা।

চ) বিভিন্ন প্রকল্পের ধরণ অনুযায়ী উপকাভোগীদের মধ্যে নারী পুরুষের ন্যায্য অনুপাত নিশ্চত করা।

ছ) উপকারভোগী নারীদের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক কোন বাধা বিপত্তি দেখা দিলে তা দ্রুত নিস্পত্তি করতে হবে।

জ) উপকারভোগীরা বিশেষত নারীরা যাতে কর্মসূচীতে সক্রিয় ও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

মোছাঃ শেফালী খাতুন
সেক্রেটারী
বকুলতলী মহিলা সংসদ
ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম

Mst. Beauty Khatun
Chairman
Bakultali Mohila Sangshad (BMS)
Bhurungamari, Kurigram.

১২। সংস্থার মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি :

ক) সমতা, ন্যায্যতা, গণতন্ত্র, সচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সহযোগিতা এসব সংস্থার মূল্যবোধ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং সবাইকে

তা মেনে চলতে হবে।

খ) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বিশেষ দৈহিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমমর্যাদা দিতে হবে।

গ) নারীর প্রতি অবমাননা বা মর্যাদা হানিকর কোন আচার- আচরণ, ইঙ্গিত, উক্তি ইত্যাদি নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে।

ঘ) বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগীতা মূলক কর্ম সম্পর্ক গড়েতালার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয়কে দায়িত্বশীল হতে হবে।

ঙ) সকল ক্ষেত্রে পারিবারিক/গৃহস্থালীরকাজে পুরুষদের অংশগ্রহণেউৎসাহ প্রদান করা।

১৩। সংগঠন ও কর্মী উন্নয়ন :

সংগঠন উন্নয়নঃ

ক) সংগঠনের সকল দিক (নীতিমালা, কাঠামো, সম্পদ, কমিটি, দায় - দায়িত্ব বন্টন) জেন্ডার সমতার আলোকে উন্নত করা।

খ) সংস্থার সকল আলাপ-আলোচনা, সংলাপ মতবিনিময় সভা, কর্মশালা, কর্মী সভা, মাঠসভা এসব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতার বিষয়ে এজেন্ডা রাখা।

গ) সাধারণ পরিষদ এবং নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের জেন্ডার সংবেদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণকরা।

ঘ) স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংস্থার প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ঙ) সংস্থার নীতি নির্ধারণি স্তরে নারীদের অনুপাত বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণকরা।

চ) সংস্থার সকল কর্মীদের পারিবারিক সদস্যদের নিয়ে বার্ষিক পনঃমিলনীর আয়োজন করা।

ছ) নারী পুরুষের সমতা আনয়নের জন্য সমমনা সামাজিক সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নটওর্য়াকিং গড়ে তোলা।

জ) নারী পুরুষের সমতারক্ষেত্রে বিশেষ ভুমিকা পালনকারী নারী ও পুরুষ কর্মীদের সংস্থার পক্ষ থেকে পুরস্কৃত ও স্বীকৃতি প্রদান করা।

মোছাঃ শেফালী খাতুন
সেক্রেটারী
বকুলতলী মহিলা সংসদ
ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম

Mst. Beuty Khatun
Chairman
Bakultoli Mohila Songshod (BMS)
Bhurungamari, Kurigram.

কর্মী উন্নয়নঃ

ক) জেন্ডার সমতা আনার লক্ষ্যে সংস্থার সকল স্তরের কর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য প্রশিক্ষণসহ নানা ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

খ) কর্মীদের বিশেষ জ্ঞান, দক্ষতার (কম্পিউটার, তথ্যপ্রযুক্তি, ইংরেজী ভাষা শিক্ষা,রির্পোটিং যোগাযোগ দক্ষতা, যানবাহন চালনা) উদ্যোগ নিতে হবে এবং নারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে এক্ষেত্রে উৎসাহিত করতে হবে।

১৪। নারীর উদ্ভূত বিশেষ কিছু চাহিদা বা প্রয়োজন

ক) নারী কর্মী ও উপকারভোগীরা কর্মক্ষেত্রে ও পারিবারে অন্যায় অবিচার ও নির্যাতনের শিকার হলে তা প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ) সংস্থার কোন পুরুষ কর্মী দ্বারা কোন নারী কর্মী যে.ন হয়রানীর শিকার হলেপ্রমান সাপেক্ষে সংস্থা কঠোর ব্যাবস্থা (ছাটাই ও আইনগত) নিবে। তবে মিথ্যা অভিযোগের ক্ষেত্রে নারী কর্মীর ক্ষেত্রেও অভিযোগের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যাবস্থানেয়া হবে।

গ) যৌন হয়রানীসহ সকল ধরণের অন্যায় অবিচারের অভিযোগ নির্ভয়ে এবং গোপনে দাখিল করার জন্য সংস্থার কেন্দ্রিয় এবং শাখা অফিসে অভিযোগ বক্স থাকবে।

ঘ) সংস্থার কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকারী নারী কর্মী ও উপকারভোগীরা প্রয়োজন হলে তার শিশু সন্তান (০-৫বছর) ও তার দেখাশোনাকারী সাথে নিতে পারবে এবং সংস্থা এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যায় ভার বহন করবে।

ঙ) ঋতুকালীন সময়েও গর্ভকালীন সময়ে প্রয়োজনে নারীরা ঝুকিপূর্ণ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারবে।

চ) নারী কর্মীরা শিশু সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য কিছু নমনীয় কর্ম সময়ের সুবিধা ভোগ করবে।

ছ) নারী কর্মীদের দূরের কর্মস্থলে আবাসনের জন্য অফিস সাধ্যমত সহযোগিতা করবে।

জ) সংস্থার সকল কর্মীদেরকে শিশু সুরক্ষা নীতিমালা মেনে চলতে হবে।

১৫। পরিবিক্ষণ ও মূল্যায়ন :

ক) জেন্ডার নীতিমালা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিমাপের জন্য সুনির্দিষ্টটুল্স ও ইন্ডিকেটর রাখতে হবে।

খ) মূল্যায়নের মাধ্যমে অর্জিত জেন্ডার সমতা সংক্রান্ত ইতিবাচক শিখন গুলিকে আবার কাজে লাগানো।

যোগাযোগ:

ক) যোগাযোগের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের প্রতি সমতাধর্মী বাক্য, শব্দ, ভাষা, ছবি ব্যাবহার করতে হবে।

খ) নারীর গৎবাধা চিরাচরিত নেতিবাচক ভাবমূর্তি চিত্রিত করার বদলে নারীর পরিবর্তনশীল ইতিবাচক চিত্র/ভূমিকা তুলে ধরতে হবে।

গ) সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের আলাদা আলাদা তথ্য উপাত্ত তুলে ধরতে হবে।

২৫ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে ১ম সংশোধিত এই নীতিমালা বিএমএস নির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদিত হয়।

২৫ জুন ২০১৬ তারিখে ২য় সংশোধিত এই নীতিমালা বিএমএসএস নির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদিত হয়।

০৩-০২-২০

Mst. Beuty Khatun 03/02/2020
Chairman
Bakultali Mohila Sangshad (BMS)
Bhurungamari, Kurigram.